দৈনিক
জনকণ্ঠ

7 JAN
পৃষ্ঠা 28

টাঙ্গাইল থেকে জেইএসসি কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রতিবাদে মানববন্ধন

ইফতেখারুল অনুপম, টাঙ্গাইল ॥ টাঙ্গাইলের বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্রের (জেইএসসি) কার্যালয় স্থানান্তর নিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি হওয়ায় ২৫০ বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চরম হতাশা ও ব্যবসায়িক ধসের শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। তাদের বিনিয়োগও এখন হুমকির মুখে।

জানা যায়, দেশের প্রচলিত পাট পণ্যের চাহিদা ও দ্রুত মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষাপটে পাট শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনসহ দেশে-বিদেশে ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০২ সালে ইউরোপীয় কমিশনের অর্থায়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার'(জেডিপিসি) গড়ে তোলা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জেডিপিসিপ্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা তৈরি, প্রযুক্তি সরবরাহ ও বিপণনে সহায়তা দিচ্ছে।

পাটের বহুমাত্রিক ব্যবহার ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পাট শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কার্যক্রম বিস্তৃতির অংশ হিসেবে ২০১২ সালে টাঙ্গাইল শহরের আকুরটাকুরপাড়ায় বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেবা কেন্দ্রটি চালুর পর থেকে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জামালপুর ও শেরপুরের ২৫০ বেসরকারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এই তারা পাটজাত পণ্য তৈরি ও বাজারজাত করতে বিনিয়োগ শুরু করে লাভবানও হচ্ছিলেন। দীর্ঘ চার বছর ধরে বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) টাঙ্গাইলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় উদ্যোক্তারা ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়ায় এই শিল্পে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনাও। কিন্তু হঠাৎ কেন্দ্রটি জামালপুরে স্থানান্তর করার খবরে চরম হতাশা আর ব্যবসায়িক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। খবরটি উদ্যোক্তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে তারা কেন্দ্রটি স্থানান্তর না করার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রটি স্থানান্তর বন্ধে টাঙ্গাইল জেলার ৪০ লাখ মানুষের পক্ষে উদ্যোক্তা ও প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা মানববন্ধনসহ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করেন। জেইএসসি টাঙ্গাইল কেন্দ্রের ইনচার্জ দিদারুল হক জানান, তিনি প্রধান কার্যালয়ে চিঠির মাধ্যমে টাঙ্গাইল কেন্দ্রের সকল তথ্য জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে অফিসের চুক্তিপত্র নবায়নের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত চেয়েছেন। বিষয়টি এখন প্রধান কার্যালয়ের অধীনে। তবে টাঙ্গাইল কেন্দ্রটি স্থানান্তর হচ্ছে কিনা এ ধরনের কোন সরকারীপত্র তারা এখনও পাননি।